কমপিউটার শিক্ষায় বাংলাদেশ

গোলাম নবী জুয়েল

বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির আত্মীকরণ ও নবতর প্রযুক্তিকে দেশের উপযোগী করে গ্রহণের প্রচেষ্টার মৌলিক পদক্ষেপরূপে তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান কমপিউটার শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষার প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল যে প্রতিষ্ঠানটির সেটি হলো বিসিসি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো একই মন্ত্রনালয় ও মন্ত্রীর অধীনে থেকেও প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা নীরবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পরিবর্তে সরবে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কথাটি বলে বেড়িয়েছে কাজের কাজ কিছুই করেনি। উন্নয়নশীল বিশ্বের ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ অন্য অনেক দেশের তুলনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী হলেও এটি ছিল সময়োচিত, অন্ততঃ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে।

কিন্তু সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আর গ্রহণ করা হয়নি বা হলেও তার গতি ছিল এতটাই মন্থর যে দীর্ঘ ৫ বছরেও এদেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনো কমপিউটার শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ঢাকা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হলেও অন্য বোর্ডগুলোর অধীনে এখনও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়নি এবং এ ব্যাপারে কোন জোর চেষ্টাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

সরকারী পর্যায়ে এমন বন্ধ্যাত্বের কারণ জানার অধিকার এদেশের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। কিন্তু জবাবটা দেবে কে?

কমপিউটার নির্ভর আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অভাবে এদেশে এখন পর্যন্ত আধুনিক কোন তথ্য সেবা কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে তথ্য কেন্দ্র এবং গ্রন্থাগার থাকলেও তথ্য সেবা দেয়ার মত পর্যাপ্ত সুবিধা ওগুলোতে নেই। প্রয়োজনীয় তথ্যটি যা পেতে বড় জোর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের প্রয়োজন বর্তমানে সেটি পাওয়া যাবে কিনা তা জানাতেই তিনদিন সময় লাগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের, কারণ ফাইলের আধিক্য এবং তথ্যকে শ্রেণীমত পুঞ্জিভূত করার অক্ষমতা। শুধুমাত্র কমপিউটারায়নের অভাবে বর্তমানে একটি সামান্য তথ্য জানার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শরণাপন্ন হতে হয় অথচ এই তথ্যটি পাওয়ার কথা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির তথ্য কেন্দ্র হতে। আমাদের দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈন্যদশা পুনর্বার উপলব্ধি করার সুযোগ হয় এই প্রতিবেদন তৈরীর তথ্য সংগ্রহকালে।

১৯৭৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো বা ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সব তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে জনসমক্ষে প্রকাশ করা। এর গঠনতন্ত্রের কার্যক্রমের ১৮টি ধারার ৫টি ধারা এমন :

১) বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষার তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, সমন্বয় করা এবং বিতরণ করা।

২) শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় তথ্যকেন্দ্রের কাজ করা।

৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা এবং শিক্ষার পদ্ধতি, পঠিত বিষয় ইত্যাদির তালিকাও প্রস্তুত করা।

৪) তথ্যকে দ্রুত বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ এবং পুনরায় দ্রুত ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে তথ্যকে কমপিউটারাইজড করা।

৫) দেশের ও বিদেশের তথ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কমপিউটারে তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গত ১৬ বছরে ব্যানবেইস এমন কোন পদক্ষেপ সম্পন্ন করেনি যা দিয়ে বলা যায় এদেশের কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিষয়ক পড়ালেখা হচ্ছে কিংবা কতগুলো বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে কমপিউটার রয়েছে। এর জবাবদিহি করবে কে? জবাবদিহিবিহীন প্রশাসনিক কাঠামো এ জাতিকে বিপন্নের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অথচ ব্যানবেইসকে যদি শুরুতেই কমপিউটারাইজড করা হতো এবং জাতির শিক্ষার চিত্রটি প্রতি বছর বুলেটিনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো তবে শিক্ষা দীক্ষায় জাতি বর্তমানের চেয়ে অনেক গুণ এগিয়ে যেত। গঠনতন্ত্র মোতাবেক কমপিউটারে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা হলে বছরের পর বছর ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দের ঘটনা ঘটতো না।

সম্প্রতি ব্যানবেইস একটি কমপিউটারাইজড তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশের প্রায় ১৮ হাজার বেসরকারী জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ জরীপ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে জরীপকৃত তথ্যের ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে। এরই মাঝে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে দেশের কমপক্ষে এক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাঠামোগত ভিত্তি নেই বা কাঠামো থাকলেও শিক্ষক নেই অথচ ঠিকই সরকারী বরাদ্দ তারা পাচ্ছে।

শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে এই অব্যবস্থা রোধ করার জন্যই কমপিউটারায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। কিন্তু দুর্ভাগা এ জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি দুর্নীতি এবং ক্ষমার অযোগ্য অবহেলার কারণে। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

কমপিউটার শিক্ষায় বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রটি ব্যানবেইস থেকে জানতে না পেরে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাভবন, শিক্ষা বোর্ড, নায়েম, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রম বোর্ডে যেতে হয়। দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণশিক্ষা, ব্যানবেইস, নায়েম, ইত্যাদি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানকে কমপিউটারাইজড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এখন পর্যন্ত জাতীয় পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রম বোর্ডকে কমপিউটারায়নের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আর যে প্রতিষ্ঠানগুলো কমপিউটারাইজড করা হয়েছে সেগুলোর তথ্যগুলোকেও ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার জরুরী কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। এমন প্রতিকূল অবস্থাতে যে তথ্যসমূহ জানা সম্ভব হয়েছে তা লেখার আগে পাঠকদের নিকট আবেদন রইল আপনার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার শিক্ষার বর্তমান চিত্র এবং যদি কমপিউটার শিক্ষার প্রচলন না থাকে তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রধানের কমপিউটার বিষয়ে মতামত কি **কমপিউটার জগৎ** পত্রিকাকে লিখে জানান। আপনার তথ্য বা মতামত যত্নসহকারে ছাপানো হবে।

বাংলাদেশে কমপিউটার শিক্ষা সম্পর্কিত যে সব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তা এমন –

১) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত– আবশ্যিক বিষয়সমূহ, নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ (প্রথম গুচ্ছ) ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ (দ্বিতীয় গুচ্ছ)। আমাদের কাঙ্খিত 'কমপিউটার বিজ্ঞান' সর্বশেষ ভাগ অর্থাৎ নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ (দ্বিতীয় গুচ্ছ) এর অন্তর্ভুক্ত। এই গুচ্ছে মোট ১৫টি বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে উচ্চতর গণিত ও হিসাব রক্ষণ ও কারবার পদ্ধতিও রয়েছে। দেখা গেছে ছাত্র-**ছাত্রীরা অধিক নম্বর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং কমপিউটার বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকায় কমপিউটার বিজ্ঞানের পরিবর্তে উচ্চতর গণিত বা হিসাবরক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বিষয়কে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছে।** তাছাড়া কমপিউটার বিজ্ঞান পড়ানোর মত দক্ষ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় উপাদান ও পরিবেশ ঢাকা ও বড় বড় শহরের কিছু স্কুল কলেজ ছাড়া অন্যত্র এখনো গড়ে উঠেনি।

এই অবস্থার মোকাবেলায় টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের কমপিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। ১৯৭০ সালে কমপিউটার বিষয়ে কানাডা হতে প্রশিক্ষণ লাভকারী বর্তমানে যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল গনি সরকার নিজস্ব ব্যক্তিগত পিসিটি কলেজে প্রদর্শন করে শিক্ষকদের কৌতুহল ও উৎসাহ স্বল্প মাত্রায় পূরণ করে থাকেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমান ও ভবিষ্যত পৃথিবীর জরুরী উপাদান কমপিউটার যাতে শিখতে পারে সেজন্য এটি আবশ্যিক বিষয়ের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

২) মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের জন্য সিলেবাস অনুযায়ী একটি বই ছাপা হলেও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় আধুনিক তথ্য বিহীন এই বইটির চাহিদা নেই।

৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বইয়ের পান্ডুলিপির জন্য তিনবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর মাত্র দুটি পান্ডুলিপি জমা পড়েছে।

৪) এ বছরই প্রথমবারের মত ঢাকা বোর্ডের অধীনে মাদারীপুরের একটি বেসরকারী কলেজে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ হতে এবছর একজন মহিলাসহ মোট ১৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং এদের মধ্যে ১৩ জন লেটার মার্কস পায়।

৫) ঢাকার হারম্যান মাইনর কলেজ, যশোরের দাউদ পাবলিক স্কুল, শাহীন স্কুলসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী উদ্যোগে বিক্ষিপ্তভাবে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে।

৬) কারিগরী শিক্ষা বোর্ড পলিটেকনিকগুলোতে কমপিউটার বিজ্ঞান চালু করার সম্ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে।

৭) ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি ফর ওমেন নামে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখানে ৩ বছরের অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

৮) জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয় গত ২/৩ বছর আগে চালু করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগ এ বছর থেকে চালু হলো। আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে এবছরই দেশের প্রথম ৬০ জন কমপিউটারবিদ পাস করে বের হচ্ছে।

এদের কর্মসংস্থান কি হবে, কোথায় হবে সে সম্পর্কে উন্নত বিশ্বের মত এদেশের সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নতুন গঠিত হলো তাই সহযোগিতা পেলে এবং পরামর্শ পেলে এই সেক্টরের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবে।

নির্ভরযোগ্য এক সূত্র থেকে জানা যায় আমাদের দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর ২০০০ কমপিউটারবিদ প্রয়োজন। বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অবকাঠামোতে কমপিউটারের এ সংখ্যক মানবসম্পদ তৈরী অসম্ভব।

সমস্যাটি নীতি নির্ধারকদের এবং পরিকল্পনায়। কমপিউটার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী কিংবা অভিভাবকদের উৎসাহের কোন কমতি নেই। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এ বছর চার বোর্ড হতে এসএসসি-তে বিজ্ঞান বিভাগ হতে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত মোট ১৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশই কমপিউটারবিদ হতে চেয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি ফলাফলে কৃতিমান তরুণ-তরুনীদের মতামতও তাই। দুঃখজনক হলেও সত্যি কথাটি হলো মেধাবী তরুণ-তরুনীদের ইচ্ছেকে পূরণ করার মত পর্যাপ্ত সংখ্যক সীট বা সুবিধা আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই।

তাই দেখা যায় অনেকটা বাধ্য হয়ে এদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে পাড়ি দেয়। এক তথ্য থেকে জানা যায় বাংলাদেশের প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশোনা করছে। এদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছে তাদের অধিকাংশ কমপিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র। এরা পড়ছে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং সাইপ্রাসে। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত হতে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী রয়েছে। উচ্চশিক্ষা শেষে এরা অনেকেই দেশে ফিরে আসে না। এভাবে জাতি হারায় তার মূল্যবান মেধা সম্পদকে। এ প্রসঙ্গে প্রথমবারের মত যে ৬০ জন কমপিউটারবিদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করে বের হচ্ছে তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করা হয় তাদের ভর্তি পূর্ব অনুভূতি ও বের হয়ে যাবার সময়কার অনুভূতির পার্থক্য এবং ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা জানার জন্য। চৌধুরী ফারহানা হায়দার, শামীম ফিরোজ আকতার, লায়লা খালদুন নাহার, নিয়াজ রহিম পাভেল, অহিউদ্দিন মাহবুব প্রমুখ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সাথে আলাপে যা জানা গেছে তার সারসংক্ষেপ করলে (সারসংক্ষেপ এজন্যই যে সবাই কম-বেশী একই কথা বলেছেন) যা দাঁড়ায় তা এমন- নতুন বিষয়, অনেক আশা উদ্দীপনা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু যা শেখেছি তা বোধ হয় যথেষ্ট নয়। বাস্তব যথেষ্ট কঠিন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। উচ্চশিক্ষার জন্য এরা সবাই বাইরে যেতে চায়। তেমন সুযোগ পেলে বাইরে থেকে যাওয়ার কথা যেমন বলেছে কেউ কেউ তেমনি দেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছেও পোষন করেছে অনেকে। তবে সেক্ষেত্রে গাইড হিসেবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন অনুভব করে তারা। যেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদেশের সরকারের।

১৯৯২ সালের এপ্রিলে মাসিক কমপিউটার জগৎ এর সম্পাদনা উপদেষ্টা মোঃ আবদুল কাদের বিসিসির অনুরোধে সাড়া দিয়ে কমপিউটারের ব্যাপক প্রসারের স্বার্থে এ বিষয়ে সরকারের আশু করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে অনেকগুলো পরামর্শ প্রদান করেন। মোট ১০টি পয়েন্টে উল্লেখিত পরামর্শ সমূহের মধ্যে প্রথমটিই ছিল- 'সব স্কুল কলেজে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রনয়ন করতে হবে। দেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়েও কমপিউটার সায়েন্স এবং এপ্লিকেশনের উপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিল্পের ব্যাপক বিকাশের জন্য দক্ষ জনবল অন্যতম উপাদান। বিদেশেও এদের চাহিদা অফুরন্ত। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরামর্শের কপি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে পাঠানো হয়। এরপর দীর্ঘ দেড় বছর পার হয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় কাজটুকু সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে এদেশের জ্ঞানী-গুনী-বিশেষজ্ঞ ও আমলাগণ। সমন্বিত কোন শক্তিরূপেও তারা এখনো দাড়াতে পারেননি। কিংবা কোন কার্যকরী পরিকল্পনাও প্রণীত হয়নি। এর নীট ফলাফল- আমরা জানি না কমপিউটার শিক্ষায় আমাদের দেশের বাস্তব চিত্রটি কি? আর খুঁজে পেতে যা জানলাম তা উদ্বেগজনক। এর নিরসনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করে কমপিউটারে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর মাধ্যমে এবং সরকারের সামান্য রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দিলে পৃথিবীর অগ্রসর নৃতাত্ত্বিক মেধাভান্ডার হিসেবে চিহ্নিত এদেশের তথ্যপ্রযুক্তির যোদ্ধারা এদেশকে তার সমগ্র জনসংখ্যার ভারসহ দারিদ্র্যমুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। এ উপলব্ধি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জাতির উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব।❑

গ্লোবাল নেটওয়ার্ক

(২৬ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় এক ম্যাগাজিনে মেসেজ পাঠানোর উপর একটি বিজ্ঞাপনকে আলোচনায় টানছি। বোম্বের 'বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড' বিজ্ঞাপনটিতে বলেছে যে কেউ মাত্র ১০ রুপীর বিনিময়ে ১০০০ অক্ষরের একটি বার্তা পৃথিবীর যে কোন দেশে পাঠাতে পারেন তাদের মাধ্যমে। অর্থাৎ সাধারণ চিঠি পাঠানোর সমান বা কম খরচে আপনি আপনার বার্তাটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাতে পারেন বিদ্যুত বেগে।

এমনি আধুনিক যোগাযোগ সুবিধে কি আমরা পেতে পারি না? আর কতকাল বঞ্চিত হবো আমরা? কত আর পিছিয়ে দেবেন আমাদের? কর্তৃপক্ষ সজাগ হবেন কি? ❑

MAPLE COMPUTERS

WE SERVE QUALITY & THE QUALITY SERVES US

maxell

3M

Products available :

* COMPUTER 386 SX / 386 DX / 486 DX2
* HDD 80/120/160/200/250 MB, SEGATE/CONNER
* FDD 3.50" & 5.25", 1.2 & 1.44 MB (TEAC)
* FDD/HDD CONTROLLER & DISPLAY CARD
* FLOPPY DISKETTES 3.50"/5.25", DD & HD
* PRINTER RIBBON EPSON ALL MODELS
* TONAR CARTRIDGE HP BRAND
* DUST COVER FOR COMPUTER & PRINTER
* DISK BANK, CLEANING KIT, MOUSE PAD
* KEYBOARD, MOUSE, DATA SWITCH
* VOLTAGE STABILIZER & U.P.S.
* COMPUTER PAPER & TRACING PAPER

AND MORE OTHER PERIPHERALS AND ACCESSORIES.

COMPUTER HARDWARE SERVICING ## SOFTWARE DEVELOPMENT & DATA ENTRY

Please Contact: 16, Dilkusha C/A, (2nd floor)
Tel : 242131, Fax : 863658

SONY

 # # HOME DELIVERY SERVICE # #